নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ঃ ১৫-০৩-২০২২ (পৃঃ ১৬, ১৫)

খুলনায় প্রথমবারের মতো চাষ হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০'। ধানের চারা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। এই দৃশ্য দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছে শত শত মানুষ –জনকণ্ঠ

বঙ্গবন্ধু ব্রি- ১০০ ধানে বাংলাদেশ, জনপ্রিয় করতে উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ নতুন জাতের ধান। নাম তার 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০' বা 'বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই-ব্রি) উদ্ভাবন করেছে নতুন এই জাতটি। প্রথমবারের মতো খুলনার রূপসা উপজেলার নৈহাটী ইউনিয়নের জাবুসা নামক গ্রামের ১৫ কৃষক সম্মিলিতভাবে ১২ হেক্টর জমিতে চাষ করেছেন এই জাতের ধান। ধান ক্ষেতে সবুজ ও বেগুনি রঙের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। যা সাড়া ফেলেছে ওই এলাকায়। প্রতিদিন শস্যক্ষেত্রে বিশাল চিত্রকর্ম দেখতে ভিড় করছেন অনেকে।

ফলন ভাল ॥ আগ্রহ বাড়ছে চাষীদের

খুলনার রূপসা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উদ্যোগে এ শস্য মানচিত্র করা হয়েছে। মূলত নতুন জাতের 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০' এর প্রতি চাষীদের আকৃষ্ট করতে বেগুনি ও সবুজ, এই দুই রঙের *(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)*

বঙ্গবন্ধু ব্রি- ১০০

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

চারা রোপণ করে প্রদর্শনী প্লক করা হয়েছে। বেগুনি রঙের ধানের চারা আনা হয়েছে গাইবান্ধা থেকে। এ জাতকে বলা হয় বেগুনি ধান। তবে পাতা বেগুনি হলেও ধানের রঙ একই।

রূপসা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ফরিদুজ্জামান বলেন, উচ্চ জিংক, পুষ্টিসমৃদ্ধ এ জাতের ধান সোনালি রঙের নাজিরশাইল বা জিরা ধানের দানার মতো। হাইব্রিড ধানের উৎপাদন খরচ বেশি হলেও 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০' উফশী জাতের হওয়ায় ধানের উৎপাদন খরচ কম। এটি বোরো মৌসুমের জাত। তিনি আরও বলেন, ব্রি ২৮ ও ২৯ ধান উৎপাদনে ১৫৫-১৬০ দিন সময় লাগে। সেখানে 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০' কৃষক ঘরে নিতে পারবে ১৪৫-১৪৮ দিনের মধ্যে। এছাড়া এ ধান খাদ্যের চাহিদা ও পুষ্টির অভাব পূরণে ভূমিকা রাখবে। অন্য চাষীরা আগামীতে এই ধানের চাষ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কৃষি অধিদফতর খুলনার উপ-পরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, এই জেলায় প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক এ জাতের আবাদ করা হয়েছে। উপযুক্ত পরিচর্যা ও অনুকূল পরিবেশে প্রতি হেক্টরে সাত থেকে আট টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। তিনি বলেন, রোগবালাই ও পোকামাকড় এখনও আক্রমণ করেনি, তাই মাঠ পর্যায়ে